অতি জরুরি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
প্রশাসন শাখা
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০০৮.১৮.০০৪.১৫-৫৩২

তারিখঃ ০১ আষাঢ় ১৪২৭ / ১৫ জুন ২০২০

বিষয় : কোভিড-১৯ ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে জোনভিত্তিক লকডাউন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন গাইডলাইন প্রেরণ।

সূত্র : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের স্মারক নং-৫৬.০০.০০০০.০২৯.৩২.০০৩.২০.৬০, তারিখঃ ১০-০৬-২০২০।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ স্মারকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ হতে প্রাপ্ত কোভিড-১৯ ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে জোনভিত্তিক (রেড, ইয়েলো এবং গ্রিন) লকডাউন কর্মপরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন গাইডলাইন পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

(মোহাঃ লিয়াকত আলী খান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৮৪১২৮, ফ্যাক্সঃ ৯৫৮৫১৩৮
ই-মেইল: sasadmin@rthd.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
০২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।
০৩। নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা।
০৪। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, বিআরটিএ ভবন, বনানী, ঢাকা।
০৫। চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, পরিবহন ভবন, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।
০৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানী লিঃ (ডিএমটিসিএল), প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ইস্কাটন, ঢাকা।
০৭। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব (যুগ্মসচিব), সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়।
০৮। যুগ্মসচিব (সকল)/যুগ্মপ্রধান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।
০৯। উপসচিব/উপপ্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।
১০। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।
১১। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১২। সিনিয়র সহঃ সচিব/সিনিয়র সহঃ প্রধান/সিস্টেম এনালিস্ট/সিনিয়র প্রোগ্রামার, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।

অনুলিপিঃ

০১। সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃঃ আঃ উপসচিব, পলিসি শাখা)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
পলিসি শাখা
www.ictd.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৫৬.০০.০০০০.০২৯.৩২.০০৩.২০.৬০

তারিখ: ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭
১০ জুন ২০২০

বিষয়: **কোভিট-১৯ ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে জোনভিত্তিক লকডাউন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন গাইডলাইন প্রেরণ।**

সূত্র: এবিভাগের স্মারক নম্বর: ৫৬.০০.০০০০.০২৯.৩২.০০৩.২০. ৫৩ তারিখ: ৭ জুন ২০২০।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, গত ৬ জুন ২০২০ এবং ৮ জুন ২০২০ তারিখে ন্যাশনাল ডাটা অ্যানালিটিক্স টাস্কফোর্স-এর আয়োজনে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক, এমপি-এর সভাপতিত্বে জুম অনলাইন প্লাটফরমের মাধ্যমে দু'টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে কোভিট-১৯ ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে জোনভিত্তিক (রেড, ইয়েলো এবং গ্রিন) লকডাউনের কর্মপরিকল্পনা (সংযুক্তি-১), মহানগর এলাকায় জোনিং সিস্টেম বাস্তবায়ন-বিষয়ক গাইডলাইন (সংযুক্তি-২) এবং জেলা পর্যায়ে জোনিং সিস্টেম বাস্তবায়ন-বিষয়ক গাইডলাইন (সংযুক্তি-৩) প্রণয়ন করা হয়। উক্ত কর্মপরিকল্পনা ও গাইডলাইন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদয় অনুমোদন করেছেন।

২। এমতাবস্থায়, উক্ত কর্মপরিকল্পনা ও গাইডলাইন পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি- বর্ণনামতে।

১০-৬-২০২০
মোছাঃ শিরিন সবনম
উপসচিব
ফোন: ০২-৫৫০০৬৮৭৪
ইমেইল:
sheren15990@gmail.com

বিতরণ :
১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২) সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৩) সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ
৪) সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
৫) সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৬) সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৭) সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়
৮) সচিব, সচিবের দপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়
৯) সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
১০) সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়
১১) সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে জোন ভিত্তিক লকডাউন কর্মপরিকল্পনা

কোভিড -১৯ নামক করোনা ভাইরাস বৈশ্বিক দুর্যোগ হিসেবে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশে গত ৮ মার্চ সর্বপ্রথম করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয় এবং ১৮ মার্চ ২০২০ এই রোগে আক্রান্ত হয়ে সর্বপ্রথম একজন রোগী মারা যায়। এর পর থেকে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা এবং মৃত্যুর হার- দুটোই ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত ৬ জুন ২০২০ পর্যন্ত এই রোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ৬৬, ০২৬ জন এবং মৃত্যবরণকারী মানুষের সংখ্যা ৮৪৬ জন। প্রথমে স্বল্প পরিসরে করোনা সংক্রমণ পরীক্ষা করা হলেও বর্তমানে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৫০টি ল্যাবে করোনা শনাক্তকরণ পরীক্ষা করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত সর্বমোট পরীক্ষা করা হয়েছে ৩৮৪,৮৫১ টি নমুনা।

সংক্রমণ শুরু হওয়ার কিছুদিন পর থেকেই সাধারণ ছুটি ঘোষণার মাধ্যমে সারাদেশে লকডাউন করে দেওয়া হয় যেন সংক্রমণ ছড়াতে না পারে। দীর্ঘদিন লকডাউনের ফলে দেশের অর্থনীতিতে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছিল এবং নিম্ন ও মধ্যম আয়ের মানুষের জীবিকা নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। এজন্য বর্তমানে লকডাউন তুলে নেওয়া হয়েছে এবং সীমিত পরিসরে সকল কাজের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর পর থেকেই আবার সংক্রমনের হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে জোন ভিত্তিক বিভাজনের ধারণার সূত্রপাত। যেহেতু সারাদেশে চলমান লকডাউনের ফলে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যার তৈরি হচ্ছে এবং লকডাউন পুরোপুরি উঠিয়ে দিলে করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেহেতু লকডাউন খুবই সুনির্দিষ্টভাবে এবং নির্দিষ্ট এলাকা ভিত্তিক করা প্রয়োজন।

মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক এমপি- এর সভাপতিত্বে জাতীয় করোনা বিষয়ক টাস্কফোর্স কমিটির ২য় সভা গত ৩০ মে অনুষ্ঠিত হয় যেখানে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, বানিজ্যমন্ত্রী, তথ্যমন্ত্রী, আইসিটি প্রতিমন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী এবং বিশ জন সচিব/ মহাপরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি'র পৃষ্ঠপোষকতায় এটুআই প্রোগ্রামের পক্ষ থেকে রেড, ইয়েলো এবং গ্রিন জোন ভিত্তিক একটি ধারনার প্রস্তাবনা জানানো হয় যা সভায় উপস্থিত সকলের নিকট সমাদৃত হয়। পরবর্তীতে গত ২রা জুন ২০২০ তারিখ সোমবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত হয়ে যে সারা দেশে এই রেড, ইয়েলো এবং গ্রিন জোন বাস্তবায়ন করা হবে এবং এটুআই কে এই ব্যাপারে কারিগরি সহায়তা প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। গত ৬ জুন ২০২০ এবং ৮ জুন ২০২০ তারিখে ন্যাশনাল ডাটা অ্যানালিটিক্স টাস্কফোর্স-এর উদ্যোগে দুটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে কর্মপরিকল্পনা চুড়ান্ত করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে কোন এলাকাকে রেড, কোন এলাকা গ্রিন করা হবে তা নির্ধারণের জন্য প্রাথমিকভাবে করোনা আক্রান্ত রোগীর তথ্যের উপর ভিত্তি করে একটি সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সংজ্ঞাটি নিম্নরূপ-

জোন	**একটি এলাকা রেড জোন থেকে ইয়েলো জোন হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার জন্য কমপক্ষে ৩ সপ্তাহ রেড জোন হিসেবে বিবেচিত হবে। একইভাবে ইয়েলো জোন গ্রিন জোন হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার আগে কমপক্ষে ৩ সপ্তাহ ইয়েলো জোন হিসেবে বিবেচিত হবে।**
রেড – উচ্চ ঝুঁকি	• ১৪ দিনের মধ্যে প্রতি ১০০,০০০ মানুষের মাঝে ৬০ জন টেস্ট ল্যাবে করোনা পজিটিভ হিসেবে চিহ্নিত হলে (ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) • জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়ে জনসংখ্যার ঘনত্ব অনুসারে এ সংখ্যা কম বেশি হবে
ইয়েলো – মধ্যম ঝুঁকি	• ১৪ দিনের মধ্যে প্রতি ১০০,০০০ মানুষের মাঝে ৩-৫৯ জন টেস্ট ল্যাবে করোনা পজিটিভ হিসেবে চিহ্নিত হলে (ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) • জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়ে জনসংখ্যার ঘনত্ব অনুসারে এ সংখ্যা কম বেশি হবে
গ্রিন – নিম্ন ঝুঁকি	দেশের অন্যান্য এলাকা

করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে জোন ভিত্তিক লকডাউন কর্মপরিকল্পনা

এই সংজ্ঞা ব্যবহার করে দেশের ৫টি এলাকায় প্রথমে পাইলট করা হবে। এলাকাগুলো হচ্ছে নারায়ণগঞ্জ জেলা, নরসিংদী জেলা, গাজীপুর জেলা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। জোনসমূহে নিম্নলিখিত কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

জোনসমূহে প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ড

সেক্টর	সাব সেক্টর	সবুজ	হলুদ	লাল
সকল জোনের জন্য প্রযোজ্য	**১. বাধ্যতামূলক মাস্ক পরা, সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা এবং পরিচ্ছন্নতা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা ২. সনাক্তকরণ, চিকিৎসা এবং আইসোলেশন ৩. কন্টাক্ট ট্রেসিং এবং কোয়ারেন্টাইন ৪. স্বাস্থ্যকেন্দ্র/ হাসপাতাল/ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা/ মাঠ প্রশাসন/ প্রয়োজনীয় পরিষেবা খোলা ৫. সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ৬. মাঠকর্মী ও কমিউনিটি সাপোর্ট টিমের সহায়তায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়ন এবং নজরদারি নিশ্চিত করা**			
কর্মক্ষেত্রে*	কৃষি কাজ ও ফার্মিং	হ্যাঁ	হ্যাঁ	শিফট বৃদ্ধি
	কারখানা এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প	হ্যাঁ	৫০% কর্মী ৩৩% কর্মী (জনসমাকীর্ণ কারখানা) শিফট বৃদ্ধি	কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উন্মুক্ত (গ্রামীণ) না (শহর)
	অফিস	হ্যাঁ	৫০% কর্মী বাড়ি থেকে কাজ	বাড়ি থেকে কাজ
জনগণের চলাফেরা*	জনসমাগম (৩০ জন ব্যক্তির বেশি)	না	না	না
	সাধারণ চলাফেরা	হ্যাঁ	প্রয়োজনীয় কাজে চলাফেরা	শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় পণ্য এবং পরিষেবার জন্য
গণপরিবহণ*	সড়কপথ	হ্যাঁ	তিন চাকার যানবাহনে ১জন যাত্রী চার চাকার যানবাহনে ৫০% আসন ব্যবহার	না (জোনের মধ্যে) গণপরিবহণ থামবে না (জোনের বাইরে)
	রেলপথ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	নো স্টপেজ
	নদীপথ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	নো স্টপেজ

সেক্টর	সাব সেক্টর	সবুজ	হলুদ	লাল
মালবাহী*	জোনের মধ্যে	হ্যাঁ	হ্যাঁ	রাত্রিকালীন চলাচল
	জোনের বাইরে	হ্যাঁ	হ্যাঁ	রাত্রিকালীন চলাচল

করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে জোন ভিত্তিক লকডাউন কর্মপরিকল্পনা

দোকান*	মুদির দোকান/ ফার্মেসী	হ্যাঁ	হ্যাঁ	রাতে কয়েক ঘণ্টা খোলা (অনলাইন/ হোম ডেলিভারি সেবা)
	রেস্তোঁরা/ চায়ের দোকান/ টঙের দোকান	হ্যাঁ	টেক আউট	না (অনলাইন/ হোম ডেলিভারি সেবা)
	বাজার	হ্যাঁ	নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবার দোকান	খোলা বাজার (অনলাইন/ হোম ডেলিভারি সেবা)
	শপিং মল	না	না	না
আর্থিক*	ব্যাংকিং	হ্যাঁ	বিকল্প দিন	কেবল এটিএম সেবা
	টপআপ এবং এমএফএস	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
রোগী ব্যবস্থাপনা*	নমুনা সংগ্রহ	সহজগম্য	স্থানীয়ভাবে পর্যাপ্ত	স্থানীয়ভাবে পর্যাপ্ত ২৪ ঘণ্টা বুথ বিশেষত দরিদ্র রোগীর জন্য
	কোভিড-১৯ পজিটিভ রোগী	হোম কোয়ারেন্টিন পর্যবেক্ষণ	হোম কোয়ারেন্টিন পর্যবেক্ষণ	হোম কোয়ারেন্টিন পর্যবেক্ষণ
	আইসোলেশন কেন্দ্র	স্থানীয়ভাবে পর্যাপ্ত	স্থানীয়ভাবে পর্যাপ্ত	দরিদ্র অংশের জন্য পর্যাপ্ত স্থানীয় ও অতিরিক্ত
মসজিদ / ধর্মীয় স্থান*		দূরত্ব বৃত্ত	দূরত্ব বৃত্ত	শুধুমাত্র মসজিদের কর্মচারী

অ্যানালিটিক্স এর ভিত্তি:

- জনসংখ্যার ঘনত্বের উপর ভিত্তি করে করোনা পজিটিভ ডাটা বিশ্লেষণ;
- শনাক্তকৃত হটস্পট ডাটা;
- করোনা হটলাইন ডাটা;
- মোবিলিটি ডাটা; এবং
- টেলিকম অপারেটর ডাটা।

সংযুক্তি:

১। কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণে জোনিং সিস্টেম বাস্তবায়ন-বিষয়ক গাইডলাইন (মহানগর এলাকার জন্য)
২। কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণে জোনিং সিস্টেম বাস্তবায়ন-বিষয়ক গাইডলাইন (জেলার জন্য)

কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণে জোনিং সিস্টেম বাস্তবায়ন-বিষয়ক গাইডলাইন (মহানগর এলাকা)

১। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি

১.	মেয়র, ... সিটি কর্পোরেশন,	-	সভাপতি
২.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ... সিটি কর্পোরেশন	-	সদস্য
৩.	মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৪.	স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৫.	ঢাকা জেলা প্রশাসকের উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৬.	এটুআই কর্তৃপক্ষের উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৭.	সিটি কর্পোরেশনের সিস্টেম এনালিস্ট	-	সদস্য
৮.	সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর	-	সদস্য
৯.	এনজিও প্রতিনিধি	-	সদস্য
১০.	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ... সিটি কর্পোরেশন	-	সদস্য সচিব

(স্ব স্ব এলাকার সম্মানিত সংসদ সদস্যগণ এ কমিটিতে উপদেষ্টা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকবেন)

কার্যপরিধি :

১. স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের চিহ্নিত জোনসমূহ থেকে এ কমিটি অগ্রাধিকার ও পারিপার্শ্বিক সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে জোন বা স্পট বাছাই করবে।
২. নির্ধারিত জোন/স্পটের লকডাউনসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য স্ব স্ব কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান।
৩. জোন/স্পট ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রয়োজনীয় গাইডলাইন প্রদান

২। জোন/ স্পট ব্যবস্থাপনা কমিটি

সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর	-	আহ্বায়ক
সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী অফিসার	-	সদস্য
সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	-	সদস্য
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
সংশ্লিষ্ট এলাকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ (মাননীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
ই-কমার্স এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি	-	সদস্য
সংশ্লিষ্ট এলাকার কল্যাণ সমিতির প্রতিনিধি	-	সদস্য
স্থানীয় মসজিদের ইমাম	-	সদস্য
এনজিও প্রতিনিধি	-	সদস্য

কার্যপরিধি :

১. কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশনা অনুসারে লকডাউন বাস্তবায়ন করা
২. লকডাউন কার্যকর করার স্বার্থে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা।
৩. জনসচেতনতামূলক প্রচারণা বৃদ্ধি করা
৪. বিবেচ্য এলাকার নাগরিক সুবিধা অটুট রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা।

৩। করণীয়সমূহ:

বিষয়বস্তু	বিবরণ	বাস্তবায়ন
কমিটির সভা	উপর্যুক্ত প্রত্যেক কমিটি যথাসম্ভব প্রচলিত সভা পরিহার করে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে দ্রুততার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করবে।	স্ব স্ব কমিটি
জোন চিহ্নিতকরণ	এটুআই প্ল্যাটফর্ম কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অগ্রাধিকার মূলক লাল, হলুদ ও সবুজ জোন চিহ্নিত করবে।	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
মোবাইল এ্যালার্ট সার্ভিস	জনসম্পৃক্ততার পূর্বশর্ত হলো জনসচেতনতা। মানুষ যদি বুঝতে পারেন যে তিনি কোন ধরণের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় অবস্থান করছেন তাহলে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব। কোন ব্যক্তি যদি কোভিড প্রবণ এলাকায় অবস্থান করেন বা প্রবেশ করেন কিংবা কোন কোভিড সনাক্ত রোগীর সন্নিকটে যান তাহলে মোবাইলে পুশ এ্যালার্ম স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হবে। এটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে ব্যক্তি সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি সামাজিক সম্পৃক্ততাও (Community Engagement) সহজ হবে।	এটুআই আইসিটি বিভাগ
লাল>হলুদ>সবুজ বা সবুজ>হলুদ>লাল রূপান্তর বিষয়ক বার্তা	কোন স্থান বা মহল্লা **লাল>হলুদ>সবুজ কিংবা সবুজ>হলুদ>লাল** ধাপে রূপান্তর হলে জনসাধারণ এ্যাপ ব্যবহার করে বা পুশ এ্যালার্ট মেসেজের মাধ্যমে জানতে পারবে।	এটুআই আইসিটি বিভাগ
ফেসবুক প্রচারণা	লাল বা হলুদ জোনের আওতাভূক্ত এলাকা সম্পর্কে ফেসবুকে সতর্কীকরণ বার্তা বা পুশ ম্যাসেজ প্রেরণ বা প্রচারণা চালানো সম্ভব হলে লকডাউন বাস্তবায়নে জনসম্পৃক্ততা অনেক বাড়বে এবং জনসচেতনতাও অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে।	এটুআই আইসিটি বিভাগ
টেলিভিশনে স্ক্রল প্রচার ও নিয়মিত স্বাস্থ্য বুলেটিন	ঢাকা মহানগরীর কোন এলাকা লাল বা হলুদ জোনের আওতাভূক্ত হলে জনসাধারণকে সতর্ক ও সচেতন করার লক্ষ্যে টেলিভিশনে স্ক্রল প্রচার করা যেতে পারে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর রেড ও হলুদ জোনের তালিকা তথ্য মন্ত্রণালয়কে নিয়মিত সরবরাহ করবে এবং তথ্য মন্ত্রণালয় তা সকল সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলে বিনামূল্যে স্ক্রল নিউজ আকারে প্রচারের ব্যবস্থা করবে। এ ছাড়া প্রতিদিন ২.৩০ টার সময় প্রচারিত স্বাস্থ্য বুলেটিনে লাল ও হলুদ জোনের তথ্য সংযোজন করে প্রচার করা হলে জনসাধারণ অতি সহজেই নিজ নিজ অবস্থানের ধরণ সম্পর্কে জানতে পারবে এবং সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তথ্য মন্ত্রণালয়
মসজিদের মাইকে সতর্কীকরণ বার্তা	কোভিড রেড জোন বা হলুদ জোন সম্পর্কে স্থানীয় মসজিদের মাইকে বারংবার সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার করা হলে লকডাউন বাস্তবায়ন অনেকাংশে সহজতর হবে।	ইসলামিক ফাউন্ডেশন/ স্থানীয় কাউন্সিলর

	আসন্ন ডেঙ্গু রোগের বিস্তার রোধে সতর্কীকরণ বার্তাও মসজিদের মাইকে বারবার প্রচার করা হলে জনসচেতনতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে। সিটি কর্পোরেশনসমূহের এসব জনহিতকর কাজে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা নিশ্চিত করার বিষয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের একটি স্থায়ী নির্দেশনা থাকা দরকার।	
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস, কারখানা, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প	***লাল জোন*** : সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস, কারখানা, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প বন্ধ থাকবে।	ডিএমপি ও জোন/স্পট ব্যবস্থাপনা কমিটি
	হলুদ জোন : সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। অফিস, কারখানা, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প রেশনিং বা শিফটিং এর মাধ্যমে ৫০% কর্মী দিয়ে চালু রাখতে পারবে। এ ধরণের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে বিষয়টি স্থানীয় আঞ্চলিক নির্বাহী অফিসার ও থানাকে অগ্রিম অবহিত করতে করতে হবে।	
সামাজিক সম্পৃক্ততা	লাল বা হলুদ জোনে লকডাউন ব্যবস্থাপনা কার্যকর করার স্বার্থে স্থানীয় কল্যাণ সমিতি, ক্লাব বা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহের সক্রিয় ভূমিকা একান্ত দরকার। জোন/স্পট ব্যবস্থাপনা কমিটি এ কাজটি আবশ্যিকভাবে বাস্তবায়ন করবে। কোভিড পরিস্থিতির প্রথম দিকে মিরপুরের টোলারবাগে লকডাউন বাস্তবায়নে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল স্থানীয় কল্যাণ সমিতি ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠণসমূহ। এতে করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের কাজও অনেকাংশে সহজ হয়।	জোন/স্পট ব্যবস্থাপনা কমিটি সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট উপ পুলিশ কমিশনার
রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা	জোনিং সিস্টেম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ক্ষেত্রে মাননীয় সংসদ সদস্যগণের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। রেড জোন বা হলুদ জোন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মাননীয় মেয়র সংশ্লিষ্ট এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্যকে অবহিত করে রাখবেন এবং সহযোগিতার জন্য অনুরোধ জানাবেন। এ ছাড়াও স্ব স্ব ওয়ার্ড কাউন্সিলর মাননীয় সংসদ সদস্যগণের পরামর্শক্রমে রাজনৈতিক প্রতিনিধি কমিটিতে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করবেন এবং মাননীয় সংসদ সদস্যের সাথে পরামর্শ করে লকডাউন ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করবেন।	মাননীয় মেয়র মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ ওয়ার্ড কাউন্সিলর
নমুনা সংগ্রহ	লাল চিহ্নিত এলাকায় জনসাধারণের চলাচল নিষিদ্ধ থাকবে। উক্ত এলাকার জনসাধারণের কোভিড-১৯ পরীক্ষার স্বার্থে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্যাম্পল কালেকশন বুথ স্থাপন করা।	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
হোম কোয়ারেন্টাইন ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা	লাল এবং হলুদ চিহ্নিত এলাকার করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিদের হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কঠোর ভূমিকা পালন করবে। উক্ত এলাকায় সশস্ত্র বাহিনীর টহলও অব্যাহত থাকবে।	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ

	আইন অমান্যকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রত্যেক লাল এবং হলুদ এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হবে।	জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা
আইসোলেশন কেন্দ্র	স্থানীয়ভাবে আইসোলেশন কেন্দ্র স্থাপন সহজসাধ্য কাজ নয়। এটি অনেক সময় সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল কাজ। তাছাড়া আইসোলেশন কেন্দ্রে ডাক্তার, নার্স এবং চিকিৎসা সামগ্রী মোতায়েনেরও ব্যবস্থা রাখা দরকার। যা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। এ কারণে লকডাউন এলাকার করোনা রোগীদেরকে সরকার নির্ধারিত আইসোলেশন কেন্দ্রে রাখা সমীচীন হবে।	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ ব্যক্তিগত উদ্যোগ
টেলিমেডিসিন সার্ভিস	প্রত্যেক লকডাউন এলাকার কোভিড এবং নন কোভিড রোগীরা যাতে টেলিফোনের মাধ্যমে চিকিৎসা পরামর্শ নিতে পারেন সেজন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রত্যেক রেড/হলুদ জোনের জন্য একটি ডক্টরস পুল প্রস্তুত করবে। ডক্টরস পুলে দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসকগণ লকডাউন এলাকার রোগীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরামর্শ প্রদান করবেন। ডক্টরস পুলে মনোবিজ্ঞানী বা মনোরোগ বিশেষজ্ঞ অন্তর্ভূক্ত করা সমীচিন হবে। করোনা আক্রান্ত ব্যক্তি কিংবা আক্রান্তের পরিবারের সদস্য, লকডাউন এলাকার মানুষের মনো-দৈহিক সমস্যাসমূহ এখন বিশেষভাবে বিবেচনা করা না হলে সমাজে দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়/স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
লকডাউন এলাকার মৃতদেহ সৎকার	লাল বা হলুদ জোনে অবস্থিত কোন বাসগৃহে কোভিড বা নন-কোভিড ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে সৎকারের ক্ষেত্রে জটিলতা বা সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে। এ জটিলতা বা সন্দেহ নিরসনের স্বার্থে লকডাউন এলাকায় মৃত্যুবরণকারী (কোভিড বা নন-কোভিড) ব্যক্তির মৃতদেহ সৎকার "আল-মারকাজুল ইসলামী" বা "আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম" বা মৃতদেহ সৎকার কাজে নিয়োজিত বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে দাফন বা সৎকার হওয়া সমীচীন।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ (কোভিড পরিস্থিতিতে মৃতদেহ সৎকার বিষয়ে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগে দু'জন যুগ্মসচিব ফোকাল পয়েন্ট রয়েছেন)
রোগী পরিবহন	লকডাউন এলাকার কোন ব্যক্তিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বাইরে আসার প্রয়োজন হলে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যদের অনুমতি সাপেক্ষে বাইরে আসতে পারবে। তবে কোন রোগী পরিবহনের জন্য এ্যাম্বুলেন্সের দরকার হলে ব্যক্তিগত উদ্যোগেই তা সংগ্রহ করতে হবে।	ব্যক্তিগত উদ্যোগ
হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজনীয়তা	লকডাউন এলাকার ক্রিটিক্যাল কোন রোগীকে হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে রোগীর পরিবারের পক্ষ থেকে ১৬২৬৩ বা	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

	ডক্টরস পুলে ফোন করা হলে রোগীকে কোন হাসপাতালে ভর্তি করা যেতে পারে সে বিষয়ে সহযোগিতা করা যেতে পারে।			
	লাল জোন	**হলুদ জোন**	**সবুজ জোন**	জোন/স্পট ব্যবস্থাপনা কমিটি ডিএমপি
মুদি দোকান/ফার্মেসি	হোম ডেলিভারি	খোলা থাকবে	খোলা থাকবে	
রেস্তোরা/চা দোকান	হোম ডেলিভারি	টেক আউট	খোলা থাকবে	
বাজার	হোম ডেলিভারি	নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবার দোকান খোলা থাকবে	খোলা থাকবে	
শপিং মল	বন্ধ থাকবে	বন্ধ থাকবে	বন্ধ থাকবে	ট্রাফিক বিভাগ, ডিএমপি
গণপরিবহণ	চলাচল করবে না। কোন স্টপেজও থাকবে না।	অর্ধেক যাত্রী নিয়ে গণপরিবহন চলাচল করতে পারে। ১ জন যাত্রী নিয়ে রিকশা বা অটো চলতে পারবে।	গণপরিবহন ও রিকশা বা অটো চলতে পারবে	ট্রাফিক বিভাগ, ডিএমপি
মালবাহী যান চলাচল	শুধু রাতে চলতে পারবে	দিনে-রাতে চলতে পারবে	দিনে-রাতে চলতে পারবে	ট্রাফিক বিভাগ, ডিএমপি
মসজিদ/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান	সাধারণের প্রবেশ নিষেধ	দূরত্ব বৃত্ত এঁকে ব্যবহার করা যাবে।	দূরত্ব বৃত্ত এঁকে ব্যবহার করা যাবে।	ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ বিষয়টি সকল মসজিদে প্রচারের ব্যবস্থা করবে।
জনসাধারণের চলাচল নিয়ন্ত্রণ	রেড বা হলুদ জোনের মানুষের অবাধ যাতায়াত ও বিচরণ বন্ধ করার লক্ষ্যে ভৌগোলিক বাস্তবতা অনুসরণ করে সড়ক, গলি, গলিমুখ ইত্যাদি বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছাড়াও মহল্লার ভিতরে বা গলিতে জনসাধারণের অবাধ বিচরণ বা আড্ডা আবশ্যিকভাবে বন্ধ করতে হবে। স্ব স্ব এলাকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, মহল্লা কমিটি, কল্যাণ সমিতিকে এ কাজে অবশ্যই সম্পৃক্ত করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে কোন শৈথিল্য প্রদর্শন করা হলে জোনিং সিস্টেম সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে।			জোন/স্পট ব্যবস্থাপনা কমিটি সংশ্লিষ্ট থানা পুলিশ
হোম ডেলিভারি	লাল বা হলুদ জোনে হাট-বাজার, মুদি দোকান, ফার্মেসি ইত্যাদি অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত থাকবে এবং সাধারণ মানুষের চলাচল অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত থাকবে। এ অবস্থায় উক্ত এলাকায় অবস্থানরত মানুষের বাসা-বাড়িতে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী, খাদ্য-দ্রব্য ও ওষুধ-পত্র নির্বিঘ্নে সরবরাহের জন্য			ই-কমার্স এসোসিয়েশন/ এটুআই

	ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান ও হোম ডেলিভারি সার্ভিস সক্রিয় করা একান্ত দরকার। এ ছাড়া বর্তমানে অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হোম ডেলিভারি সেবা চালু করেছে। তাদেরকেও একাজে নিয়োজিত করা যেতে পারে।	
ভ্যান সার্ভিস	লাল বা হলুদ জোনে যেন কাঁচা শাক-সবজি বা মাছ-মাংসের কোন কৃত্রিম সংকট তৈরি না হয় কিংবা এসব ক্রয়ের অজুহাতে লকডাউন এলাকার মানুষজন বাইরে যাওয়া আসার সুযোগ না পায় সেজন্য উক্ত এলাকায় সীমিত পরিসরে কাঁচা শাক-সবজি বা মাছ-মাংস বিক্রির ভ্যান সার্ভিস চলাচলের অনুমতি দেয়া যেতে পারে।	জোন/স্পট ব্যবস্থাপনা কমিটি
বস্তিবাসী বা লকডাউনের কারণে কর্মহীনদের খাদ্য ব্যবস্থাপনা	রেড জোন বা লকডাউন এলাকার মধ্যে কোন বস্তি থাকলে তাদের জন্য ২ সপ্তাহের খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়াও উক্ত এলাকার মধ্যে কোন নাগরিক আকস্মিক কর্মহীন হয়ে পড়লে তাকেও খাদ্য সহায়তার আওতায় আনতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিদেরকে সিটি কর্পোরেশনে সংযুক্ত করা দরকার। এ জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে বিশেষ জরুরি বরাদ্দ নিশ্চিত করা দরকার। দ্বৈততা পরিহার : কোন ব্যক্তি ওএমএস/মানবিক সহায়তা/নিয়মিত ত্রাণ/অন্য কোন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত থাকলে তিনি এ ত্রাণ সহায়তা থেকে বাদ যাবেন। তথ্য যোগাযোগ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত টুল ব্যবহার করে দ্বৈততা পরিহারের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সমাজসেবা অধিদপ্তর জেলা প্রশাসক, ঢাকা
মনিটরিং কমিটি	নিম্নবর্ণিত কমিটি ৫-৭ দিন পরপর লকডাউন এলাকার সার্বিক পরিস্থিতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটিকে সার্বিক পরিস্থিতি অবহিত করবেন। প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা - আহ্বায়ক স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের প্রতিনিধি - সদস্য ডিসি (ডিএমপি), সংশ্লিষ্ট জোনসদস্য	মনিটিরিং কমিটি

লাল বা হলুদ জোনের অফিস-আদালত পরিচালনা, কল-কারখানা ব্যবস্থাপনা, দোকান-পাট নিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনা বা বন্ধ রাখা, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর হোম ডেলিভারি নিশ্চিতকরণ, যানবাহন নিয়ন্ত্রণ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা ও মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) বৃদ্ধি করা, এটিএম বুথ পরিচালনা, মসজিদ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে সমন্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন চক্রে অনেক মন্ত্রণালয়, দপ্তর এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্পৃক্ততা রয়েছে।

সুতরাং আইনগত এখতিয়ার সৃষ্টি এবং সমন্বিত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার স্বার্থে এ নির্দেশিকাটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাধ্যমে জারি হওয়া সমীচীন।

কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণে জোনিং সিস্টেম বাস্তবায়ন বিষয়ক গাইডলাইন (জেলার জন্য)

Red Zone এর জন্য সম্ভাব্য করণীয়, কার্যক্রম ও দায়িত্বাবলি

করণীয়	কার্যক্রম	দায়িত্ব
Perfect lock down নিশ্চিত করা	আবশ্যিকভাবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (১৪-২১ দিন) লকডাউন করতে হবে। কারণ ইতোমধ্যে সীমিত আকারে সবকিছুই চালু হয়েছে।	১. জেলা প্রশাসন ২. জেলা পুলিশ ৩. সশস্ত্র বাহিনী
	লকডাউন পুরোপুরি প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা পৌরসভা ও ইউনিয়নসমূহের প্রতিটি ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কমিটি মনিটরিং করবে। প্রয়োজনে স্বেচ্ছাসেবক টিম গঠন করা হবে।	১. ওয়ার্ড কমিটি ২. স্বেচ্ছাসেবক টিম
	লকডাউনকৃত ওয়ার্ডে জনসাধারণের প্রবেশ ও বাহির সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ নিশ্চিত করার জন্য প্রবেশ ও বাহির হওয়ার পয়েন্টে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী/কমিউনিটি পুলিশের সদস্য/স্বেচ্ছা সেবক বাহিনীর উপস্থিতি পালাক্রমে রাখতে হবে।	১. জেলা প্রশাসন ২. আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী/কমিউনিটি পুলিশের সদস্য/স্বেচ্ছা সেবক বাহিনী
	Perfect Red Zone Concept এ বিষয়টি সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য লকডাউন অবস্থায় কর্মজীবী মানুষের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যথা: নির্দিষ্ট সময় (২১দিন বা ২৮ দিন) পর্যন্ত কর্মজীবী ব্যক্তিরা ছুটিতে থাকবেন।	১. জেলা প্রশাসন ২. চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, ৩. সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান
ভ্রাম্যমান টিম (Sample Collection এর জন্য)	Sample Collection এর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ টেকনিশিয়ান রাখতে হবে।	১. জেলা প্রশাসন ২. সিভিল সার্জন অফিস ৩. বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিক ৪. ওয়ার্ড কমিটি
	Medical Technologist (Lab) গণের ডিউটি রোস্টার থাকবে। দুইজন Medical Technologist (Lab) সম্বলিত একটি দল নির্দিষ্ট সময় (৭দিন বা ১৪দিন) কাজ করার পর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোয়ারেন্টাইনে থাকবে।	১. সিভিল সার্জন,
	Medical Technologist (Lab) গণের থাকা, খাওয়া এবং যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে হবে। তাঁদের পরিবারকে সংক্রমণের ঝুঁকি মুক্ত রাখার জন্য প্রাপ্যতা সাপেক্ষে আবাসিক হোটেল/ সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনায় তাদের থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। এ লক্ষ্যে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করতে হবে।	১. জেলা প্রশাসন ২. সংশ্লিষ্ট পৌর মেয়র/ ইউপি চেয়ারম্যান
	পর্যাপ্ত পরিসরে পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করা	
দোকান পাটসহ সকল বাণিজ্যিক কার্যক্রম বন্ধ রাখা। তবে কৃষিকাজের	ফার্মেসী ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দোকান খোলা রাখা ব্যতীত সকল বাণিজ্যিক কার্যক্রম, হাটবাজার ও দোকানপাট বন্ধ থাকবে।	১. জেলা প্রশাসন ২. আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ৩. স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী
	জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে স্বেচ্ছাসেবক টিম গঠন করে নিয়মিত মনিটরিং করা হবে। সময়ে সময়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।	

অনুমতি দেয়া যেতে পারে।		
খাদ্য সামগ্রী/ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছানো	আক্রান্ত রোগীর বাড়িতে খাদ্য সামগ্রীসহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পৌঁছে দেওয়ার জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী কাজ করবে	১. কুইক রেসপন্স টীম ২. ওয়ার্ড কমিটি ৩. একাধিক স্বেচ্ছাসেবক টিম
	ভ্রাম্যমান বাজার অর্থাৎ Home Service চালু রাখতে হবে। এটিকে একটি Business এ Convert করা যায় কি না তা বিবেচনায় নিতে হবে।	
কোয়ারেন্টাইন/আইসোলেশনের ব্যবস্থা	আক্রান্ত রোগীর বাড়ি লকডাউন করতে হবে	১. কুইক রেসপন্স টিম ২. ওয়ার্ড কমিটি
	আক্রান্ত রোগী যাতে হোম আইসোলেশনে থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে	
প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন	আক্রান্ত রোগীর পরিবারের সদস্যদেরকে কোয়ারেন্টাইনে রাখতে হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	১. জেলা প্রশাসন ২. সিভিল সার্জন অফিস
Dedicated Doctors Pool	কোভিড-১৯ এর চিকিৎসা ও পরামর্শের জন্য Dedicated Doctors Pool গঠন করে রোগীভিত্তিক নির্দিষ্টভাবে ডাক্তারদের দায়িত্ব দিতে হবে।	৩. জেলা প্রশাসন ৪. সিভিল সার্জন অফিস
	Dedicated Doctors Pool কর্তৃক সার্বক্ষণিক সেবা নিশ্চিত করার জন্য কল সেন্টার চালু করতে হবে	
সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা	নির্ধারিত প্রত্যেকটি জোনের বিভিন্ন স্থান চিহ্নিত করে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সচেতনতামূলক নির্দেশিকা সম্বলিত সাইনবোর্ড/ফেস্টুন/ব্যানার স্থাপন করতে হবে।	১. জেলা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ ইমার্জেন্সি সেল ২. ওয়ার্ড কমিটি ৩. স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী
	মাইকিং করা। অধিকন্তু সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করা।	
জীবাণুমুক্তকরণ	নিয়মিতভাবে জীবাণুনাশক স্প্রে করে জীবাণুমুক্ত করা	১. জীবাণুমুক্তকরণ টিম
সুনির্দিষ্ট এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস	ভ্রাম্যমান স্যাম্পল কালেকশন এর জন্য ভ্রাম্যমান গাড়ি, Covid Patient/ Non-Covid Patient এর জন্য সুনির্দিষ্ট এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস রাখতে হবে।	১. জেলা প্রশাসন ২. স্থানীয় জনপ্রতিনিধি
অন্যান্য	প্রতিটি পরিবারের সাথে যোগাযোগের জন্য Contact Number / Cell Number এর ডাটাবেইজ থাকতে হবে।	১. জেলা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ ইমার্জেন্সি সেল ২. সিভিল সার্জন অফিস
	করোনা সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রতিদিন হালনাগাদ করতে হবে।	
	কর্মজীবীদের ছুটির ব্যবস্থা করতে হবে	৪. জেলা প্রশাসন ৫. চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, ৬. সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান
	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে	

Yellow Zone এর জন্য করণীয়

Red Zone এর অনুরূপ পদক্ষেপ নিতে হবে। তবে পদক্ষেপসমূহের Intensity কম হতে পারে।

Green Zone এর জন্য করণীয়

করণীয়	কার্যক্রম	দায়িত্ব
জনসাধারণের চলাচলে নিয়ন্ত্রণ আরোপ/স্বাস্থ্য বিধি মানা নিশ্চিতকরণ	প্রবেশ এবং বহি:র্গমন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। দৈনন্দিন সকল কার্যক্রম চলবে তবে জনসাধারণের সকল কার্যক্রম Green Zone এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।	১. জেলা প্রশাসন ২. আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী/কমিউনিটি পুলিশের সদস্য ৩. স্বেচ্ছা সেবক বাহিনী
	Community Based Support নিশ্চিত করতে হবে। যাতে প্রয়োজনীয়তার নিরীখে Green Zone এ বসবাসরত জনগণকে সকল Support প্রদান করা যায়।	
টেস্ট এর ব্যবস্থা	Random COVID-19 Test/ Health Check Up এর ব্যবস্থা করতে হবে	১. জেলা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ ইমার্জেন্সি সেল ২. সিভিল সার্জন অফিস

- উল্লেখ্য ওয়ার্ড কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবক টিমে আবশ্যিকভাবে দেশের অভ্যন্তরে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ সংক্রান্ত জেলা কমিটির সদস্য (দপ্তর প্রধান) তাঁদের প্রত্যেক দপ্তরের তৃণমূল পর্যায়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।
- Red Zone থেকে Yellow Zone এ পরিবর্তন পর্যবেক্ষনের লক্ষ্যে ৭ দিন পরপর survey কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।
- Piloting এর পূর্বে সুনির্দিষ্ট data প্রয়োজন, যথা- আয়তন, জনসংখ্যা (মা, শিশুও বৃদ্ধ ভিত্তিক সংখ্যা), শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বানিজ্যিক দোকানপাটের সংখ্যা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

চ্যালেঞ্জসমূহঃ

১. Red Zone এর আওতাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ রাখা।
২. ব্যাংকিং সেবা কার্যক্রমের mode of operation কি হবে / সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে কি না?
৩. Red Zone এর আওতাধীন কর্মজীবী মানুষের প্রবেশ ও প্রস্থান নিয়ন্ত্রণ কিভাবে হবে/ ছুটিতে থাকবে।
৪. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি Red Zone, Yellow Zone এ পরিবির্তিত না হয় সেক্ষেত্রে করণীয়।
5. Financial Support
৬. স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেসকল পর্যায়ের স্বাস্থ্য কর্মীদের মাধ্যমে অধিকতর সমন্বিতভাবে কার্যক্রম সম্পাদন।
৭. PCR Lab না থাকায় Sample Test এর রেজাল্ট বিলম্বে পাওয়া।